১৫-০৭-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - পবিত্রতার অলংকার ধারণ করলে তোমরা রাজতিলক পেয়ে যাবে, পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা কর।"

প্রশ্নঃ- তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের এখন কোন্ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত?

উত্তরঃ- বাবাকে স্মরণ করার বন্ধন। এই বন্ধনে আবদ্ধ হলেই তোমাদের সকল বিকর্ম ভস্ম হয়ে যাবে। আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ- ভক্তিমার্গের প্রচলিত প্রথা কোন্ গুলো?

উত্তরঃ- জন্মদিন ইত্যাদি পালন করা এইসব হল ভক্তিমার্গের প্রচলিত প্রথা। কিন্তু এইসব করলে কোনও লাভ হয়না। কারণ যার জন্মদিন পালন করে তার সম্বন্ধে ভালো ভাবে জানেইনা।

গীতঃ- তুমি হলে ভালোবাসার সাগর...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গান শুনল। এইসব গান তো ভক্তিমার্গের লোকেরাই বানিয়েছে। ভারত যখন শ্রেষ্ঠাচারী পূজ্য ছিল তখন ভক্তিমার্গের কোনো চিহ্নই ছিলনা। বেদ ইত্যাদি শাস্ত্র পড়া, তপস্যা এবং তীর্থযাত্রা করা, দান পূণ্য করা এইসব কিছুই হতনা। এইসব রীতি তো ভক্তিমার্গেই চালু হয়েছে। গানের মধ্যে প্রথমে বলা হয়েছে - তুমি হলে ভালোবাসার সাগর। যখন এক ফোঁটা পান করাও তখন আমরা এই দুনিয়া থেকে পবিত্র দুনিয়াতে চলে যাই। কিন্তু ভালোবাসা তো পান করানো যায়না, ভালোবাসা অনুভব করতে হয়। বাবা তো হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি জ্ঞান অমৃত পান করান। এত যে নদী আছে এদের উৎপত্তি কোথা থেকে হয়েছে ! নিশ্চয়ই সাগর থেকেই হয়েছে। সেইরকম জ্ঞানের সাগর হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। তাঁর থেকেই তোমাদের মত জ্ঞান গঙ্গাদের উৎপত্তি হয়। প্রেমের সাগর, সুখের সাগর বলে তাঁর মহিমা করা হয়। তুমি যখন এসে জ্ঞান দাও তখন আমরা স্বর্গে চলে যাই, আমাদের সদগতি হয়ে যায়। বাবা বলছেন, আমাকে অর্থাৎ জ্ঞানের সাগরকে স্মরণ করলে তোমাদের সকল বিকর্মের বিনাশ হবে, তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। কে সবার আগে এই জ্ঞান শোনে? এটা তো গুপ্ত কথা। কীর্তনও করে যে তুমি হলে মাতা-পিতা... তিনি তো পিতা, কিন্তু তাঁকে মাতা বলা হয় কেন? তাঁকে পিতা বলা হয় সেটা তো ঠিক আছে, কিন্তু মাতা কাকে বলে হবে? সবার আগে জ্ঞান অমৃত কে পান করে? তিনি (শিববাবা) এসে প্রবেশ করেন। তিনি এসে জ্ঞান শোনান, কিন্তু সবার আগে কে শোনে? নিশ্চয়ই ইনিই (ব্রহ্মাবাবা) শোনেন। তাই ইনিই হলেন মাতা - এঁনার কান সবার আগে শোনে। কিন্তু বাস্তবে এঁনার শরীর তো মাতাদের মত নয়, তাহলে মাতা আসবে কোথা থেকে? তাই জগদম্বা সরস্বতীর গায়ন আছে। সরস্বতীর হাতে বীণা থাকে, উনি হলেন ব্রহ্মাকুমারী। কুমারীর অনেক মহিমা। ব্রহ্মার এত মহিমা করা হয় না, এত মেলাও হয়না যতটা জগদম্বার মেলা হয়। যিনি জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী তার ওপরেই জ্ঞানের কলসী রাখা হয়। উনি (শিববাবা) হলেন জ্ঞানের সাগর, তাঁকেই পতিত পাবন বলা হয়। কলিযুগী দুনিয়াকে পতিত বলা হয়। সত্যযুগী দুনিয়া হল পবিত্র দুনিয়া। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। কিন্তু তারা এই রাজত্ব কার কাছ থেকে পেয়েছিল? গায়ন করা হয় যে জ্ঞানের সাগর এসে পবিত্রতার অলংকার

পরিয়ে দেন। বোনরাই হল মুখ্য। তারা অন্যান্য ভাই-বোনকেও রাখি পড়ায়। পতিত-পাবন বাবা বলছেন, পবিত্র হলেই তুমি রাজতিলক পেয়ে যাবে। এইসব সঙ্গমযুগেরই কথা, যখন মানুষ কাতর ভাবে পতিত-পাবনকে ডাকতে থাকে। এখানে তো রাজত্ব নেই। বাবা বলছেন, তুমি পতিত ভ্রষ্টাচারী থেকে পবিত্র শ্রেষ্ঠাচারী হলে রাজত্বের তিলক পেয়ে যাবে। স্থূল ভাবে তো কোনো তিলক দেওয়া হয়না, এটা তো বোঝানোর জন্য বলা হয়। পতিত দুনিয়াতে পতিতদের ওপর পতিতরা রাজত্ব করে। এখন পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা কর। মুখে তো অনেক প্রতিজ্ঞা করা হয় কিন্তু এইসব হল জ্ঞানের বিষয়। বাচ্চারা জানে যে আমরা পতিত-পাবন জ্ঞানের সাগর শিববাবার সন্তান হয়েছি তাই আমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। এছাড়া রাখিবন্ধনের দিন রাখি বাঁধা কিংবা তিলক দেওয়ার তো কোনো অর্থই হয় না। তোমরা কোথায় তিলক দাও? ভক্তিমার্গে অনেক নিয়ম চালু করেছে, কিন্তু তার অর্থ বোঝেনা। রাজতিলক কে কবে পেয়েছিল? এখানে সবকিছু জ্ঞানের বিষয়। তোমাদেরকে গিয়ে গিয়ে বোঝাতে হবে। এটাই হল তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের কাজ। দুনিয়াতে বোনেরা ভাইদেরকে রাখি পরায়, কিন্তু তারা নিজেরা তো পবিত্র থাকে না। আগে যখন কুমারী থাকে তখন পবিত্র থাকে, পরে পতিত হয়ে যায়। মাতা এবং কন্যারা উভয়েই রাখি পরাতে যায়। কিন্তু তারা কি নিজেরা পবিত্র থাকে? মাতারা তো অপবিত্রই হয়ে থাকে। অপবিত্র ব্যক্তিকে একজন অপবিত্র রাখি পরালে লাভ কিছু হয় না। যেটা একসময়ে বাস্তবে হয়, পরে তারই স্মৃতি দিবস পালন করে। যেমন কৃষ্ণ জয়ন্তী আগে হয়ে গেছে কিন্তু এখনও সেটা পালন করা হয়। কারোর স্মৃতিদিবস কিংবা জন্মদিন পালন করা তো আজকাল একটা রীতি হয়ে গেছে। কিন্তু এইসব করে কেবল পয়সা খরচ ছাড়া তো আর কোনো লাভ হয় না। শিব জয়ন্তী অর্থাৎ জন্মদিন পালন করে কিন্তু দুনিয়ার মানুষ তো জানেই না যে বাস্তবে কবে শিব জয়ন্তী বা শিবরাত্রি হয়েছিল। বাস্তবিকতাতেই লাভ হয়, যা কিছু অবাস্তব তাতে কেবল ক্ষতিই হয়। এই দুনিয়াটাই মিথ্যা। রাখি উৎসবও মিথ্যে পালন করে, এটা তো বাস্তবে পবিত্রতার বিষয়। পবিত্র থাকার জন্যই প্রতিজ্ঞা করা হয়, এটা এখন আরম্ভ হয়েছে। আগে তো এটাও জানত না যে পতিত-পাবন কে এবং তিনি কিভাবে এসে রাখি পরান। তোমরা কখনও পতিত হয়েও না। তোমরাও সবাইকে বল - আজ থেকে প্রতিজ্ঞা কর যে পবিত্র দুনিয়ার রচয়িতা বাবার কাছ থেকে আমি স্বর্গের স্বরাজ্য অবশ্যই নেব, পবিত্র অবশ্যই হব। রাবণের সেনা, যারা পতিত বানায় তারা খুবই বিরক্ত করে। বাবা বলছেন, এখন থেকে তুমি আমাকে স্মরণ করলে পবিত্র হতে থাকবে এবং বিকর্ম ভস্ম হয়ে যাবে। ভগবানুবাচ - একমাত্র আমাকেই স্মরণ করলে সেই যোগ অগ্নির দ্বারা তুমি পবিত্র হয়ে যাবে। এতে রাখি বাঁধার কোনো ব্যাপার নেই। পতিত-পাবন বাবা বলছেন, আমাকে স্মরণ করলে তোমার অতীতের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতেও কোনও বিকর্ম হবে না কারণ তুমি তো পবিত্রই থাকবে। তুমি কতই না ভালভাবে বোঝাও। ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী.... পুরুষদেরকে তো ব্রহ্মাকুমার বলা হবে, তাই না? কেবল মাতাদেরই মহিমা করা হয়েছে। গুরু তো কেবল মাতা হতে পারেন না, এটা তো প্রবৃত্তি মার্গ। যেসব উৎসব পালন করা হয় সেগুলো অন্ধশ্রদ্ধা থেকে করে অথবা পয়সা উপার্জনের জন্য করে। আগে ব্রাহ্মণরা কেবল এক ধরণের রাখি নিয়ে যেত এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই পরাত। এতে তারা পয়সাও পেত। কোনো কোন ধণী ব্যক্তি এক আনা কিংবা দুই আনাও দিয়ে দিত। এখন তো একেবারে অন্যরকম নিয়ম হয়ে গেছে। বোনেরা ভাইদেরকে রাখি পরিয়ে তিলক দেয় এবং ভাইয়েরা বোনদেরকে ভাল ভাল উপহার দেয়। কেউ কেউ তো গিনি (স্বর্ণমুদ্রা) অথবা ৫০ টাকাও দেয়। নিয়ম রীতি একেবারেই বদলে গেছে। এটা আসলে ব্রাহ্মণদেরই কাজ। তোমরা হলে ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী সত্যিকারের ব্রাহ্মণ। ওদের তো বিকারের দ্বারা জন্ম হয়। তোমরা ব্রাহ্মণরাই দেবতা হও।

ব্রাহ্মণ হয়ে তোমরা পবিত্র হওয়া শুরু কর। পতিত-পাবন কেবল বাবাই। এখন তো কন্যারা রাখি বাঁধতে যায়, কিন্তু তারপর যদি অপবিত্র হয়ে যায় তাহলে তিলক তো আর থাকবে না, রাজত্বও মিলবে না। এখানে তো পরমপিতা পরমাত্মা অধ্যাদেশ জারি করেন - যে পবিত্র হবে সেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। কেবল তোমরাই পবিত্র হও। প্রথমে তোমরা কেবল এইটা বোঝাও যে রাখি বন্ধন হল পবিত্রতার প্রতীক, এই কাম শত্রুকে জয় করলেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। আমাকে স্মরণ করতে থাক। স্মরণের বন্ধন যেন খুব মজবুত হয় কারণ মাথার ওপরে জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা আছে। বাবা বোঝাচ্ছেন, সত্যযুগ থেকে ত্রেতাযুগ পর্যন্ত তোমরা পবিত্র ছিলে, তোমাদের পবিত্র স্বরাজ্য ছিল। তারা কিভাবে স্বরাজ্য পেয়েছিল - নাটকের চাকা এইভাবেই ঘুরতে থাকে। পতিত-পাবন বাবা এসে সবাইকে বলেছেন যে পবিত্র হও। যারা ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্মফুলের মত পবিত্র থাকে এবং বাবাকে স্মরণ করে তারাই উঁচু পদ পাবে। ৫০০০ বছর আগেও এইরকমই হয়েছিল, এখন পুনরায় সেটাই হবে। বর্তমান দুনিয়া দেখ কেমন হয়ে গেছে। গান গাওয়া হয় - বর্তমান মানুষের কেমন হয়ে গেছে। কোথায় স্বর্গ অর্থাৎ নতুন ভারত আর কোথায় নরক অর্থাৎ পুরাতন ভারত। ওখানে সবাই একে অন্যকে ভালোবাসত। কারণ সেটা ছিল সুখধাম। এটা হল দুঃখধাম। রাবণ সেই রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছে। রাম এবং রাবণের গল্প বানাতে হবে। ৫ হাজার বছর আগে রামরাজ্য ছিল, তখন স্বরাজ্য ছিল। এখন বাবা বলছেন, একমাত্র আমাকেই স্মরণ কর, গৃহস্থতে থেকে পদ্মফুলের মত হও। তাহলেই পবিত্র দুনিয়ার রাজতিলক পেয়ে যাবে। আমরা রাজযোগ শিখছি। এই পড়া হল স্বরাজ্য প্রাপ্তির জন্য। ওই তিলক তো ব্রাহ্মণরা দেয়। এটা হল স্বরাজ্যের তিলক। বাবার কথা মেনে চললেই তোমরা বাচ্চারা স্বরাজ্য পেয়ে যাবে। তাই জিজ্ঞেস করা হয় যে পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ? পতিত-পাবন কেবল বাবাই। তিনি বলেন, পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হও। বাবা সঙ্গমযুগেই পবিত্র বানান। এখন সেই সঙ্গমযুগ, মৃত্যু নিকটেই, তাই বলা হয় যে বাবার হয়ে যাও। নির্দেশ দেওয়া হয় - এসবই হল বোঝার ব্যাপার। আমরা হলাম ভগবানের রচয়িতা এবং তিনি স্বর্গের উত্তরাধিকার দেন। আগেও স্বর্গ ছিল। তোমরা বল যে ভগবান এসে ভক্তদেরকে তাঁর নিজের ধামে নিয়ে যাবে। দুটো ধাম আছে - মুক্তিধাম এবং জীবনমুক্তিধাম। ভারতে যখন জীবনমুক্তি ছিল তখন অন্যান্য আত্মারা শান্তিধামে ছিল। যখন সুখধাম ছিল তখন দুঃখধাম ছিল না। এখন সেই সুখধামই দুঃখধাম হয়ে গেছে। এখন পুনরায় চক্র আবর্তিত হচ্ছে, কলিযুগের পর সত্যযুগ আসছে। বাবাই হলেন সত্যযুগের রচয়িতা, তিনিই পতিত-পাবন। কলিযুগী পতিত দুনিয়া থেকে পবিত্র দুনিয়া হবে, রামরাজ্য হবে। ভগবানের মহাবাক্য হল - পদ্মফুলের মত পবিত্র হও। কামরূপী মহাশত্রুর ওপরে জয়ী হও। দুনিয়ার ব্রাহ্মণরা, ভাই-বোনেরা সকলেই পতিত। পতিত পতিতকে রাখি পরায়। এখানে তো সঙ্গমযুগে বাবা এসে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করান। যতক্ষণ পতিত-পাবন বাবা না আসছেন ততক্ষণ স্বরাজ্য কিভাবে মিলবে? বাবা বুঝিয়ে দেন যে কাকে কিভাবে বোঝাতে হবে। বলো যে তোমরা তো পতিত-পাবনকে আহ্বান কর - কিন্তু তিনি কে? কীর্তনও করা হয় - তুমি হলে মাতা-পিতা, আমরা তোমার বালক... কিন্তু এটা কার মহিমা? নিশ্চয়ই ভগবানেরই। তাঁকেই পতিত-পাবন বলা হয়। তিনি এসেই পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করান। এছাড়া তোমাদের ওপরে জন্ম-জন্মান্তরের বোঝা আছে। অর্ধেক কল্প ধরে রাবণের রাজত্ব চলে। দিন-প্রতিদিন দুঃখী হতে হতে একদম পতিত ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছ। আয়ুও কম হয়ে গেছে। অকালে মৃত্যুও হয়ে থাকে। সকলেই ভোগী হয়ে গেছে। সত্যযুগে সবাই যোগী ছিল, ঘরেও থাকত। সেই দুনিয়াকে সর্বগুণসম্পন্ন নির্বিকারী দুনিয়া বলা হয়। প্রবৃত্তি মার্গ ছিল। রাজত্ব করত এবং বিয়েও হত। ওটা ছিল পবিত্র রাজ্য। পতিত-পাবন বাবা এসে কিভাবে পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানাচ্ছেন

সেটা বসে বোঝ। রাখি পবিত্রতার জন্যই বাঁধা হয়। বন্দে মাতরম বলা হয়। কন্যারাই হল মাতা। এখানে কন্যা, মাতা, পুরুষ সকলেই পতিত থেকে পবিত্র হয়। পতিত-পাবন বাবা এসে "মন্মনা ভব" মন্ত্র দেন অর্থাৎ পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করান। পবিত্র থেকে আমাকে স্মরণ কর। তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হওয়ার আর কোনও উপায় নেই। শাস্তি খেলে রাজ্যপদ মিলবে না। যে যোগে থেকে বিকর্মাজীৎ হবে সেই বিকর্মাজিৎ রাজা হবে। বিকর্মা রাজার অধ্যায় ১ থেকে ২৫০০ বছর পর্যন্ত চলে এবং তারপর বিক্রম রাজার অধ্যায় ২৫০০ বছর থেকে ৫০০০ বছর পর্যন্ত চলে। মানুষ এই অধ্যায়গুলো সম্পর্কে জানে না। সত্যযুগ এবং ত্রেতাযুগে বিকর্মাজীৎ বাদশাহী থাকে। কিন্তু এটাকে লক্ষ বছর দেখিয়ে দিয়েছে আর বিক্রম অধ্যায়কে ২০০০ বছর দেখিয়েছে। বাস্তবে অর্ধেক সময় ওই অধ্যায়ের এবং অর্ধেক সময় এই অধ্যায়ের হওয়া উচিত। এইগুলো সব বোঝার ব্যাপার। প্রথম কথা হল পতিত-পাবন কে? পতিত মানুষরাই তাঁকে স্মরণ করে। পবিত্ররা তাঁকে স্মরণ করে না। ওই দুনিয়াতে তো কেবল সুখই থাকে তাই স্মরণ করে না। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) যোগযুক্ত থেকে বিকর্মাজীৎ হতে হবে। বিকর্মের ওপরে জয়ী হলেই বিকর্মাজিৎ রাজা হতে পারবে। নিজেকে নিজেই স্বরাজ্যের তিলক দিতে হবে।

২) পবিত্র হয়ে সবাইকে পবিত্রতার রাখি পরাতে হবে। পদ্মফুলের মত থাকতে হবে।

বরদান:- সংকল্প থেকেও আমিত্ব ভাবের ময়লাকে দূরীভূত করে চাপমুক্ত ফরিস্তা (পরী) হও।

আমিত্ব ভাবের বিস্তারই হল বোঝা অর্থাৎ চাপ। আমিত্ব ভাব, আমার স্বভাব, আমার সংস্কার, আমার প্রকৃতি... আমার কোনওকিছু থাকলেই বোঝা অর্থাৎ চাপ অনুভব করবে এবং উড়তে পারবে না। অর্থাৎ ফরিস্তা হতে পারবে না। সংকল্পেও যদি আমিত্ব ভাব চলে আসে তাহলে সেটা ময়লা হয়ে যাবে। কোনও জিনিসের ওপর ময়লা পড়ে গেলে তার জন্য বোঝা হয়ে যায়। তাই সমস্ত বোঝা বাবাকে দিয়ে আমিত্ব ভাবের ময়লাকে দূরীভূত কর। তাহলেই ফরিস্তা হয়ে যাবে।

স্লোগান:- যে প্রত্যেক পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ পাস (উত্তীর্ণ) হয়, সেই হল মাস্টার সর্বশক্তিমান।